Vacation ও Non Vacation অফিসের কর্মচারীদের সুবিধা ও অসুবিধা

লামগ্রান্ট (ছুটি নগদায়ন) সুবিধার বৈষম্য: একটি তুলনামূলক চিত্র

একজন সরকারি কর্মচারীর ২৫ বছর চাকরিকাল ভ্যাকেশন ও নন-ভ্যাকেশন সুবিধার তুলনামূলক হিসাব নিচে তুলে ধরা হলো:

ক্র. নং	তুলনার বিষয় (২৫ বছর চাকরির ভিত্তিতে)	🏛️ নন-ভ্যাকেশন কর্মচারী	🏖️ ভ্যাকেশন কর্মচারী
১	**বার্ষিক অর্জিত ছুটি (গড় বেতনে)**	৪৮ দিন (১১ দিনে ১ দিন গড় বেতনে ও ১২ দিনে ১ দিন অর্ধগড় বেতনে)	১৫.২০ দিন (১২ দিনে ১ দিন অর্ধগড় বেতনে)
২	**২৫ বছরে মোট গড় বেতনে অর্জিত ছুটি**	(৪৮ দিন × ২৫ বছর) = **১২০০ দিন**	(১৫.২০ দিন × ২৫ বছর) = **৩৮০ দিন**
৩	**শ্রান্তি বিনোদন ছুটি বাবদ বাদ (৮ বার)**	(১৫ দিন × ৮ বার) = ১২০ দিন	(১৫ দিন × ৮ বার) = ১২০ দিন
৪	**উক্ত ছুটির জন্য অর্জিত গড় বেতনের ছুটি কর্তন**	১৬ দিন	৫ দিন
৫	**গড় বেতনে নীট অর্জিত ছুটি (জমা)**	(১২২০ - ১২০ - ১৬) = **১০৬৪ দিন**	(৩৮০ - ১২০ - ৫) = **২৫৫ দিন**
৬	**লামগ্রান্টের সর্বোচ্চ সীমা**	১৮ মাস (বা ৫৪৭ দিন)	১৮ মাস (বা ৫৪৭ দিন)
৭	**প্রকৃত ছুটি নগদায়ন (লামগ্রান্ট) সুবিধা**	অর্জিত ১০৬৪ দিন থেকে **সম্পূর্ণ ১৮ মাস (৫৪৭ দিন)** নগদায়ন করতে পারেন।	অর্জিত ছুটি মাত্র ২৫৫ দিন হওয়ায় **সম্পূর্ণ সুবিধা পান না**।
৮	**নগদায়নের পর অব্যয়িত ছুটি**	(১০৬৪ - ৫৪৭) = **৫১৭ দিন** ছুটি জমা থাকে।	সর্বোচ্চ **৮ মাস ১৫ দিনের (২৫৫ দিন)** ছুটি নগদায়ন করতে পারেন। কোনো ছুটি জমা থাকে না।

উপরোক্ত হিসাব থেকে এটি স্পষ্ট যে:

- একজন **নন-ভ্যাকেশন** কর্মচারী তার ২৫ বছরের চাকরিকালে অর্জিত ছুটি থেকে **সম্পূর্ণ ১৮ মাসের (৫৪৭ দিন)** লামগ্রান্ট বা ছুটি নগদায়নের সুবিধা ভোগ করার পরও তার হিসাবে **৫১৭ দিন** ছুটি অব্যয়িত থাকে।
- বিপরীতে, একজন **ভ্যাকেশন** কর্মচারী ২৫ বছরে সর্বসাকুল্যে মাত্র **২৫৫ দিন** ছুটি জমা করতে পারেন। ফলে, তিনি ১৮ মাসের (৫৪৭ দিন) পূর্ণ সুবিধার পরিবর্তে সর্বোচ্চ **৮ মাস ১৫ দিনের (২৫৫ দিন)** ছুটি নগদায়ন করতে পারেন। সুতরাং, ভ্যাকেশন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা নন-ভ্যাকেশন কর্মচারীদের মতো পূর্ণ ১৮ মাসের লামগ্রান্ট সুবিধা থেকে সরাসরি বঞ্চিত হন। তবে তিনি প্রতি বছর ৬০ দিন {পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতরের ছুটিসহ এককালীন ছুটি (১৬দিন), ঈদুল আযহা এবং গ্রীষ্মকালীন ছুটি (১৫ দিন), দূর্গা পুজার ছুটি (৭ দিন), শীতকালীন ছুটি (১০ দিন) ইত্যাদি} হিসেবে ২৫ বছরে (৬০ দিন × ২৫ বছর) ১৫০০ দিন ছুটি ভোগ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

পিআরএল (PRL) সুবিধা থেকে বঞ্চনা: একটি বিস্তারিত চিত্র:

- **নন- ভ্যাকেশন কর্মচারীর সুবিধা:** নন- **ভ্যাকেশন** কর্মচারীরা যখন পিআরএল বা অবসর-উত্তর ছুটিতে যান, তখন তারা তাদের সর্বশেষ প্রাপ্ত বেতনের **পূর্ণ অংশ (Full Pay)** ভোগ করেন।

- **ভ্যাকেশন** কর্মচারীর **অসুবিধা: ভ্যাকেশন** প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের পিআরএলকালীন পূর্ণ বেতন প্রদান করা হয় না। তাদেরকে **'অর্ধগড় বেতনে' (Half-average Pay)** ছুটি ভোগ করতে বাধ্য করা হয়। এর অর্থ হলো, অবসরের ঠিক আগে তারা যে বেতন পেতেন, পিআরএল অবস্থায় তার অর্ধেক পান।

নন- ভ্যাকেশন ও ভ্যাকেশন কর্মচারীর আর্থিক বৈষম্যের বিবরণ: ধরা যাক একজন কর্মচারীর বেসিক ৬৩৪১০ টাকা

ক্র. নং	তুলনার বিষয় (২৫ বছর চাকরির ভিত্তিতে)	নন-ভ্যাকেশন কর্মচারী	ভ্যাকেশন কর্মচারী	ব্যবধান
১	প্রকৃত ছুটি নগদায়ন (লামগ্রান্ট) সুবিধা	৬৩৪১০ × ১৮ মাস = ১১৪১৩৮০ টাকা	৬৩৪১০ × ৮.৫ মাস = ৫৩৮৯৮৫ টাকা	৬০২৩৯৫ টাকা
২	পিআরএল কালীন ১ বছরের বেতন	৬৩৪১০ × ১২ মাস = ৭৬০৯২০ টাকা	৬৩৪১০ ÷ ২ = ৩১৭০৫ × ১২ মাস = ৩৮০৪৬০ টাকা	৩৮০৪৬০ টাকা
৩	নগদায়নের পর অব্যয়িত ছুটি	(১০৬৪ - ৫৪৭) = ৫১৭ দিন ছুটি জমা থাকে। অর্থাৎ তিনি চাকরিকালীন বিভিন্ন সময়ে মেডিকেল বা অন্য কোন কারণে অর্জিত ছুটি ভোগ করতে পারেন।	সর্বোচ্চ ৮ মাস ১৫ দিনের (২৫৫ দিন) ছুটি নগদায়ন করতে পারেন। কোনো ছুটি জমা থাকে না। অর্থাৎ তিনি চাকরিকালীন বিভিন্ন সময়ে মেডিকেল বা অন্য কোন কারণে অর্জিত ছুটি ভোগ করলে তার ছুটি নগদায়নের টাকার পরিমাণ আরও হ্রাস পাবে।	
	মোট টাকার পরিমাণ	১৯০২৩০০ টাকা	৯১৯৪৪৫ টাকা	৯৮২৮৫৫ টাকা

একজন ভ্যাকেশন কর্মচারীর **বেসিক ৬৩৪১০ টাকা হলে** নন ভ্যাকেশন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী থেকে ২৫ বছর চাকরি করলে ৯৮২৮৫৫ টাকা কম পেয়ে থাকেন। তবে তিনি পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতরের ছুটিসহ এককালীন ছুটি (১৬দিন), ঈদুল আযহা এবং গ্রীষ্মকালীন ছুটি (১৫ দিন), দূর্গা পুজার ছুটি (৭ দিন), শীতকালীন ছুটি (১০ দিন) ইত্যাদি} হিসেবে ২৫ বছরে (৬০ দিন × ২৫ বছর) ১৫০০ দিন ছুটি ভোগ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন।